# যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক ও গবেষক জেফরী লগ

## (Jeffery Log)বলেছেন

## মৃত্যুর পরও জীবন আছে

**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**

**বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম**

**আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ “নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পরও জীবন আছে”।**

মরে যাওয়া মানে কি সব কিছু শেষ? এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন রকম বক্তব্য রয়েছে। এর উত্তর খুঁজে পেতে চলছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও। দীর্ঘ গবেষণার পর নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক ও গবেষক জেফরী লগ।

তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পরও জীবন আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। জেফরী যুক্তরাষ্ট্রের ক্যন্টাকী রাজ্যের একজন খ্যাতনামা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। মৃত্যু নিয়েও তিনি বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন। “Near death experience research foundation” নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন তিনি। এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের Near

death experience বা মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়ার অভিজ্ঞতায় প্রায় ৫২০০ কেস স্টাডি করেছেন জেফরী। যা “Near death experience research foundation” এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।মৃত্যুর কাছে থেকে ফিরে আসা প্রত্যেক ব্যক্তির গল্প শুনেছেন তিনি এবং সেগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রায় তিন দশক ধরে চালানো নিজের সেই গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সম্প্রতি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম Insider- এ এক নিবন্ধন লিখেছেন জেফরী লগ। সেখানে তিনি বলেছেন প্রায় ৩৭ বছর ধরে তিনি Near death experience এর ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই গবেষণায় তিনি নিশ্চিত হয়েছেন “মৃত্যুর পরও জীবন আছে। বলেন মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছান প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞাতাই আলাদা। তবে এক্ষেত্রে অনেকগুলো সামঞ্জস্য বা মিলও রয়েছে। প্রায় ৪৭ শতাংশ রোগীই জানিয়েছেন । তাদের অশরীরী বা দেহের বাইরে চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ডাক্তার জেফরী, Near death experience-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন হৃদস্পন্দন না থাকা কোন ব্যক্তির কোমায় চলে যাওয়া বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় , মৃত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা হিসাবে। যেখানে ঐ ব্যক্তি দেখে শুনে আবেগ অনুভব করে এমনকি অন্যান্য প্রাণীর সাথে যোগাযোগও করে। অভিজ্ঞতা শেয়ার করা ব্যক্তিরা দাবী করেছেন তাদের

চেতনা তাদের শরীর থেকে আলাদা হয়েছিল এবং সেটা অনেকটা শরীরের ওপর চক্কর দেওয়ার মত।

যেখানে তাদের চারপাশে কি ঘটছিল তা শুনতে ও দেখতে পেয়েছিলেন তারা। অনেকেই অদ্ভুত এক টানেল বা শুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পাড় হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। যার শেষ প্রান্তে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়। এরপরে সেই জগতে তারা আগেই মারা গেছেন এমন প্রিয়জনের সাক্ষাত পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। অনেকে শৈশব, কৈশর, ও যৌবনের সব ঘটনা দেখতে পাওয়ার দাবী করেছেন। বেশিরভাগ মানুষই অপরিমেয় ভালবাসা ও চুড়ান্ত শান্তি অনুভবের কথাও জানিয়েছেন। এই সময় তাদের এমন অনুভূতি হয়েছে যে এই জগতই তাদের আসল বাড়ী।

জেফরী লগ বলেছেন, এসব ঘটনার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়ে তার এমন বিশ্ময় জন্মেছে যে, মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ ব্যপারে তার কোন সন্দেহ নেই।

.....